ক্রুশের বার্তা

‘গসপেল’ শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ‘শুভ সংবাদ’। যিশুর জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কাহিনী একটি শুভ সংবাদ, কারণ এটি তাঁর পুত্রের বলিদানের মাধ্যমে মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এই অধ্যয়নে আলোচনা করা হয়েছে কেন ক্রুশ গসপেলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, কীভাবে এটি ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনা পূর্ণ করে এবং আমাদের জীবনে এর রূপান্তরকারী শক্তি কী।

১. সুসমাচার: পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি

সুসমাচার কেবল একটি গল্প নয়, বরং বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করার জন্য ঈশ্বরের স্বয়ং শক্তি। ক. কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমেই পরিত্রাণ

ঈশ্বরের ধার্মিকতা মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা নয়, বরং যিশু খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়।

- রোমীয় ১:১৬-১৭: “কারণ আমি সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নই, কেননা তা ঈশ্বরেরই শক্তি, যা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে পরিত্রাণ এনে দেয়... কারণ সুসমাচারে ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে—এমন এক ধার্মিকতা যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের দ্বারাই হয়।”
- অতিরিক্ত পদ: রোমীয় ৩:২২-২৪ – “এই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই সকল বিশ্বাসীকে দেওয়া হয়... এবং খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে যে মুক্তি এসেছে, তাঁর অনুগ্রহে সকলেই বিনামূল্যে ধার্মিক বলে গণ্য হয়।” এটি এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে পরিত্রাণ হলো বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি উপহার, কর্মের দ্বারা অর্জিত নয়।

খ. সুসমাচারের মূল তথ্যসমূহ

সুসমাচার তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত: যিশুর মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থান।

- ১ করিন্থীয় ১৫:১-৫: “এখন, ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের সেই সুসমাচারের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যা আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছিলাম... যে খ্রীষ্ট শাস্ত্রানুসারে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে কবর দেওয়া হলো, শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হলেন, এবং তিনি প্রথমে কেফাসের কাছে ও পরে বারোজন শিষ্যের কাছে আবির্ভূত হলেন।” এই ঘটনাগুলোই আমাদের আশার ভিত্তি স্থাপন করে, যা পাপ ও মৃত্যুর উপর যীশুর বিজয় প্রমাণ করে।

২. ঈশ্বরের চিরন্তন পরিকল্পনা

ক্রুশ মানুষের পাপের প্রতিক্রিয়া ছিল না, বরং তা শুরু থেকেই ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার অংশ ছিল। এ. যিশু, মনোনীত মেষশাবক।

মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য যিশুকে বলিদানকারী মেষশাবক হিসেবে পূর্বনির্ধারিত করা হয়েছিল।

- ১ পিতর ১:১৮-২১: “কারণ তোমরা জানো যে, কোনো নশ্বর বস্তু দ্বারা তোমাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি... বরং খ্রীষ্টের মহামূল্যবান রক্ত দ্বারা, যিনি এক নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্য প্রকাশিত হলেন।”
- অতিরিক্ত পদ: প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮ – “সেই মেষশাবক, যিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই নিহত হয়েছিলেন।” এটি নিশ্চিত করে যে, পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই স্থির করা হয়েছিল।

খ. পুনরুত্থানের মাধ্যমে আশা

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে এবং অনন্ত জীবনের আশা জোগায়।

- ১ পিতর ১:৩ – “তাঁর মহান করুণায়, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের এক জীবন্ত আশার মধ্যে নতুন জন্ম দিয়েছেন।” পুনরুত্থান আমাদের এই আশ্বাস দেয় যে, যিশুর বলিদান ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করে।

৩. যিশুর বলিদান: নম্রতার জীবন

যিশুর আত্মত্যাগ ক্রুশের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, যা আমাদের জন্য তাঁর ঐশ্বরিক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করার ইচ্ছাকেই প্রকাশ করে।

- ফিলিপীয় ২:৫-৮: “খ্রীষ্ট যীশু: যিনি স্বভাবে ঈশ্বর হয়েও, ঈশ্বরের সমতাকে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করার বিষয় বলে মনে করেননি; বরং, তিনি নিজেকে শূন্য করে দাসের স্বভাব গ্রহণ করলেন এবং মানুষের সাদৃশ্যে আবির্ভূত হলেন। আর মানুষ রূপে প্রকাশিত হয়ে, তিনি নিজেকে নত করলেন এবং মৃত্যু—এমনকি ক্রুশের মৃত্যু—এর আজ্ঞাবহ হলেন!”
- অতিরিক্ত পদ: ইব্রীয় ২:১৭ – “এই কারণেই তাঁকে তাদের মত হতে হয়েছিল, সর্বপ্রকারে পূর্ণ মানুষ হতে হয়েছিল, যেন তিনি ঈশ্বরের সেবায় একজন দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হতে পারেন এবং মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন।” যিশুর দেহধারণ ও নম্রতা তাঁর প্রেমের গভীরতাকে তুলে ধরে, যা ক্রুশের প্রতি তাঁর বাধ্যতার মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

৪. পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা

পুরাতন নিয়মে যিশুর দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সুনির্দিষ্ট বিবরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যা ক্রুশকে ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা হিসেবে নিশ্চিত করে।

ক. গীতসংহিতা ২২: দাউদের ভবিষ্যদ্বাণী (আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

এই প্রথা চালু হওয়ার বহু শতাব্দী আগে, দাউদের কথায় মসিহের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

- গীতসংহিতা ২২:১ – “হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে?”
- গীতসংহিতা ২২:৬ – “আমি মানুষ নই, এক কীট; সকলে আমাকে বিদ্রূপ করে, লোকেরা আমাকে তুচ্ছ করে।”
- গীতসংহিতা ২২:৭-৮ – “যারা আমাকে দেখে, তারা সবাই আমাকে উপহাস করে; তারা মাথা নেড়ে গালিগালাজ করে। তারা বলে, ‘সে সদাপ্রভুর ওপর ভরসা করে, সদাপ্রভু তাকে উদ্ধার করুন।’”
- গীতসংহিতা ২২:১৬ – “তাঁরা আমার হাত ও পা বিদ্ধ করেন।”
- গীতসংহিতা ২২:১৮ – “তারা আমার পোশাক নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং আমার বস্ত্রের জন্য লটারি করে।”
- অতিরিক্ত পদ: গীতসংহিতা ৩৪:২০ – “তিনি তাঁহার সকল অস্থি রক্ষা করিয়াছেন, করিবার একটিও চূর্ণ হইবে না।” (যোহন ১৯:৩৬ পদে পূর্ণ হয়েছে)। এই বিবরণসমূহ যীশুর অভিজ্ঞতার সাথে অবিকল মিলে যায়, যা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা প্রমাণ করে।

খ. যিশাইয় ৫৩: দুঃখভোগী দাস (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

যিশাইয় মসিহের বলিদানমূলক ভূমিকা ও বিজয়ের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

- যিশাইয় ৫২:১৪ – “তাঁর চেহারা যেকোনো মানুষের চেয়েও বেশি বিকৃত ছিল।”
- যিশাইয় ৫৩:৩ – “তিনি মানুষের দ্বারা ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন দুঃখভোগী এবং যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত।”
- যিশাইয় ৫৩:৪-৫ – “নিশ্চয়ই তিনি আমাদের বেদনা গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের দুঃখভার বহন করেছেন... তাঁর ক্ষত দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি।”
- যিশাইয় ৫৩:৭ – “তিনি নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছিলেন, তবুও তিনি মুখ খোলেননি।”
- যিশাইয় ৫৩:৯ – “দুষ্টদের সঙ্গে তাঁর কবর নির্ধারিত হয়েছিল, এবং মৃত্যুর পর ধনীদের সঙ্গে; যদিও তিনি কোনো হিংসা করেননি, আর তাঁর মুখে কোনো ছলনাও ছিল না।”
- যিশাইয় ৫৩:১০ – “সদাপ্রভুরই ইচ্ছা ছিল তাঁকে চূর্ণ করা ও দুঃখভোগ করানো, এবং... সদাপ্রভু তাঁর জীবনকে পাপের জন্য উৎসর্গ করেন।”

- যিশাইয় ৫৩:১১ – “দুঃখভোগের পর তিনি জীবনের আলো দেখবেন এবং পরিতৃপ্ত হবেন।”
- যিশাইয় ৫৩:১২ – “তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন, এবং অধর্মকারীদের মধ্যে গণ্য হলেন। কারণ তিনি অনেকের পাপ বহন করলেন এবং অধর্মকারীদের জন্য মধ্যস্থতা করলেন।”
- অতিরিক্ত পদ: যিশাইয় ৫০:৬ – □□□□□;যারা আমাকে প্রহার করেছিল, তাদের কাছে আমি আমার পিঠ পেতে দিয়েছিলাম; যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাদের কাছে আমার গাল পেতে দিয়েছিলাম; উপহাস ও থুতু থেকে আমি আমার মুখ লুকাইনি।□□□□□; এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সরাসরি যিশুর দুঃখভোগের সাথে যুক্ত, যা ক্রুশকে শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা হিসেবে নিশ্চিত করে।

৫. মথি লিখিত বিবরণের উপর মনন

মথি ২৬:৩১–২৮:১০ পড়ুন এবং তিনটি বিষয়ের ওপর মনন করুন: যিশুর দুঃখভোগ করার ইচ্ছা, তাঁর চারপাশের লোকদের সাথে আমাদের সাদৃশ্য এবং ভাববাণীর পরিপূর্ণতা।

ক. মথি ২৬:৩১-৩৫, ৩৬-৪৬, ৪৭-৫৬ – শিষ্যদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা ও পরিত্যাগ সত্ত্বেও ক্রুশের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যিশুর দৃঢ় সংকল্প।

- অতিরিক্ত পদ: যোহন ১০:১৮ – “কেউ আমার প্রাণ কেড়ে নেয় না, বরং আমি স্বেচ্ছায় তা উৎসর্গ করি।” চিন্তা করুন: শিষ্যদের মতো আমরাও কীভাবে মাঝে মাঝে যীশুর পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হই?

খ. মথি ২৬:৫৭-৬৮ – যিশু মিথ্যা অভিযোগ ও শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন।

- যিশাইয় ৫২:১৪ – তাঁর দেহ বিকৃত হয়েছিল। চিন্তা করুন: অন্যায়ের মুখে যিশুর নীরবতা কীভাবে আমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের ওপর আস্থা রাখতে অনুপ্রাণিত করে?

গ. মথি ২৬:৬৯-৭৫, ২৭:১-১০ – পিতরের অস্বীকার এবং যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা মানুষের দুর্বলতাকে তুলে ধরে।

- অতিরিক্ত পদ: লূক ২২:৩১-৩২ – যীশু পিতরের বিশ্বাস অটুট থাকার জন্য প্রার্থনা করেন। চিন্তা করুন: আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে কীভাবে যীশুকে অস্বীকার বা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি?

ঘ. মথি ২৭:১১-২৬ – যীশু জনতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

- যিশাইয় ৫৩:৩, ৭ – তাঁর অভিযোগকারীদের সামনে তিনি ছিলেন ঘৃণিত, প্রত্যাখ্যাত এবং নীরব। ভাবুন: আমরা কীভাবে কখনও কখনও খ্রীষ্টের পক্ষে দাঁড়ানোর চেয়ে জাগতিক অনুমোদনকে বেছে নিই?

ই. মথি ২৭:২৭-৩১ – যীশুকে উপহাস ও প্রহার করা হয়।

- গীতসংহিতা ২২:৬ – উপহাসিত ও ঘৃণিত। চিন্তা করুন: যিশুর সহনশীলতা কীভাবে আমাদের তাড়নার মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করে?

চ. মথি ২৭:৩২-৪৪ – যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, যা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে।

- গীতসংহিতা ২২:৭-৮, ১৬, ১৮ – উপহাসিত, বিদ্ধ এবং বস্ত্র বিভক্ত। চিন্তা করুন: এই পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কীভাবে আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে?

জি. মথি ২৭:৪৫-৫৬ – পরিত্যক্ত হওয়ার যন্ত্রণায় যিশু আর্তনাদ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন।

- গীতসংহিতা ২২:১ – “হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?”
- অতিরিক্ত পদ: ২ করিন্থীয় ৫:২১ – “যিনি নিষ্পাপ ছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের জন্য পাপস্বরূপ করলেন।” চিন্তা করুন: যিশুর আমাদের পাপ বহন করা ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

হ. মথি ২৭:৫৭-৬১ – যিশুকে একজন ধনী ব্যক্তির সমাধিতে সমাহিত করা হয়।

- যিশাইয় ৫৩:৯ – ধনীদের সঙ্গে কবর নির্ধারিত। চিন্তা করুন: এই বিবরণটি কীভাবে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করে?

১. মথি ২৭:৬২-৬৬ – কবর সুরক্ষিত, তবুও ঈশ্বরের পরিকল্পনা জয়ী হয়।

- অতিরিক্ত পদ: গীতসংহিতা ১৬:১০ – “তুমি আমাকে মৃতদের রাজ্যে পরিত্যাগ করবে না।” চিন্তা করুন: মৃত্যুর উপর ঈশ্বরের ক্ষমতা কীভাবে আমাদের উৎসাহিত করে?

মথি ২৮:১-১০ – যিশুর পুনরুত্থান, যা ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে এবং আমাদের আশাকে সুনিশ্চিত করে।

- যিশাইয় ৫৩:১১ – দুঃখভোগের পর তিনি জীবনের আলো দেখেন।
- অতিরিক্ত পদ: ১ করিন্থীয় ১৫:২০ – “খ্রীষ্ট সত্যিই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি নিদ্রিতদের মধ্যে প্রথম ফল।” চিন্তা করুন: পুনরুত্থান কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পরিবর্তন করে?

৬. খ্রীষ্টের দুঃখভোগ: আমাদের দৃষ্টান্ত ও পরিত্রাণ

ক্রুশে যিশুর কষ্টভোগ একদিকে যেমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তেমনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তও করে। ক. অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

- ১ পিতর ২:২১-২৪ – “খ্রীষ্ট তোমাদের জন্য দুঃখভোগ করলেন, তোমাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন... তাঁর ক্ষত দ্বারা তোমরা সুস্থ হয়েছ।”
- যিশাইয় ৫৩:৪-৫, ৯, ১২ – তিনি কোনো ছলনা বা হিংসা ছাড়াই আমাদের পাপভার বহন করলেন।
- অতিরিক্ত পদ: ইব্রীয় ১২:২ – “যীশুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি স্থির রাখি... যিনি তাঁর সম্মুখে রাখা আনন্দের জন্য ক্রুশের যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন।” দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি যীশুর আস্থা আমাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকতে আহ্বান করে।

খ. ধার্মিকতার প্রতি আহ্বান

যিশুর বলিদান আমাদেরকে পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে এবং ধার্মিকতার জন্য জীবনযাপন করতে শক্তি জোগায়।

- রোমীয় ৬:১১-১৩ – “তোমরা নিজেদেরকে পাপের প্রতি মৃত কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের প্রতি জীবিত বলে গণ্য কর।” চিন্তা করুন: আমরা কীভাবে প্রতিদিন এই রূপান্তরকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারি?

গ. ব্যক্তিগত প্রতিফলন

সেই পাপগুলোর কথা ভাবুন যেগুলোর জন্য যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তাঁর ক্ষমা আপনার হৃদয়ে কী প্রভাব ফেলে? নির্দিষ্ট উদাহরণ ও অনুভূতিগুলো জানান।

৭. ক্রুশ: নিন্দা ও পরিত্রাণ

ক্রুশ আমাদের পাপময়তার মুখোমুখি করে এবং যিশুর বলিদানের মাধ্যমে পরিত্রাণের পথ দেখায়।

ক. পাপের জন্য নিন্দা

যিশুর নিষ্পাপ জীবন আমাদের অপরাধবোধকে প্রকাশ করে, কারণ তিনি প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েও পবিত্র ছিলেন।

- রোমীয় ৮:১-৪ – “যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছেন, তাঁদের জন্য এখন আর কোনো দণ্ডাজ্ঞা নেই... যারা দৈহিক ইচ্ছানুসারে নয়, বরং আত্মিক ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করেন।”
- যিশাইয় ৫৩:১০ – পাপমোচনের বলি হিসেবে যিশুর দুঃখভোগ করা ঈশ্বরের ইচ্ছাই ছিল।
- অতিরিক্ত পদ: ইব্রীয় ৪:১৫ – “আমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যিনি আমাদের মতোই সব দিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছিলেন—তবুও তিনি পাপ করেননি।”

খ. ত্যাগের মাধ্যমে পরিত্রাণ

যিশুর মৃত্যু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, এবং তাঁকে ঈশ্বরের সামনে আমাদের মধ্যস্থতাকারী করে তোলে।

- যিশাইয় ৫৩:১২ – তিনি অনেকের পাপভার বহন করেছেন এবং আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন।
- অতিরিক্ত পদ: ১ তীমথিয় ২:৫-৬ – “ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজনই মধ্যস্থ আছেন, তিনি হলেন মানুষ খ্রীষ্ট যীশু, যিনি সমস্ত মানুষের জন্য নিজেকে মুক্তিপণ হিসেবে উৎসর্গ করেছেন।”

গ. সুসমাচার গ্রহণ করা

সুসমাচার গ্রহণ করতে হলে, আমাদের অবশ্যই নিজেদের পাপ স্বীকার করতে হবে এবং যিশুর বলিদানকে মেনে নিতে হবে।

- যোহন ৩:১৬ – “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” চিন্তা করুন: আপনার জন্য যীশুর এই আত্মত্যাগের প্রতি আপনি কীভাবে সাড়া দেবেন?

বাড়ির কাজ

- এই গবেষণাটি পর্যালোচনা করুন, বিশেষ করে পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর ব্যক্তিগত প্রয়োগের উপর আলোকপাত করুন।
- আদিম মণ্ডলী কীভাবে ক্রুশ ও পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করেছিল তা দেখতে যোহনের সুসমাচার পড়া চালিয়ে যান অথবা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পড়া শুরু করুন।

অতিরিক্ত উপাদান: খ্রীষ্টের রক্তের শক্তি

ক. ত্যাগের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ

যিশুর রক্ত আমাদের দোষ ও পাপ থেকে শুদ্ধ করে, যা ঈশ্বর নিখুঁত প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

- ইব্রীয় ৯:১১-১৫, ২২-২৮ – “তিনি নিজের রক্তের দ্বারা একবারেই চিরকালের জন্য মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করলেন এবং এইভাবে অনন্তকালীন মুক্তি লাভ করলেন।”
- অতিরিক্ত পদ: ১ যোহন ১:৭ – “তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে।”

খ. নতুন চুক্তি

যিশুর আত্মত্যাগ একটি নতুন চুক্তি স্থাপন করে, যা ক্ষমা নিশ্চিত করে।

- ইব্রীয় ৮:১২ – “কারণ আমি তাদের দুষ্টতা ক্ষমা করব এবং তাদের পাপ আর মনে রাখব না।”

গ. সমাগম তাঁবুর প্রতীকবাদ

পুরাতন নিয়মের সমাগম তাঁবুটি যিশুর বলিদানের পূর্বভাস দিয়েছিল এবং ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল।

- ইব্রীয় ১০:১৯-২২ – “যীশুর রক্তের দ্বারা আমরা মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সাহস পাই।”

The Plan of the Tabernacle Revealed to Moses on Mount Sinai

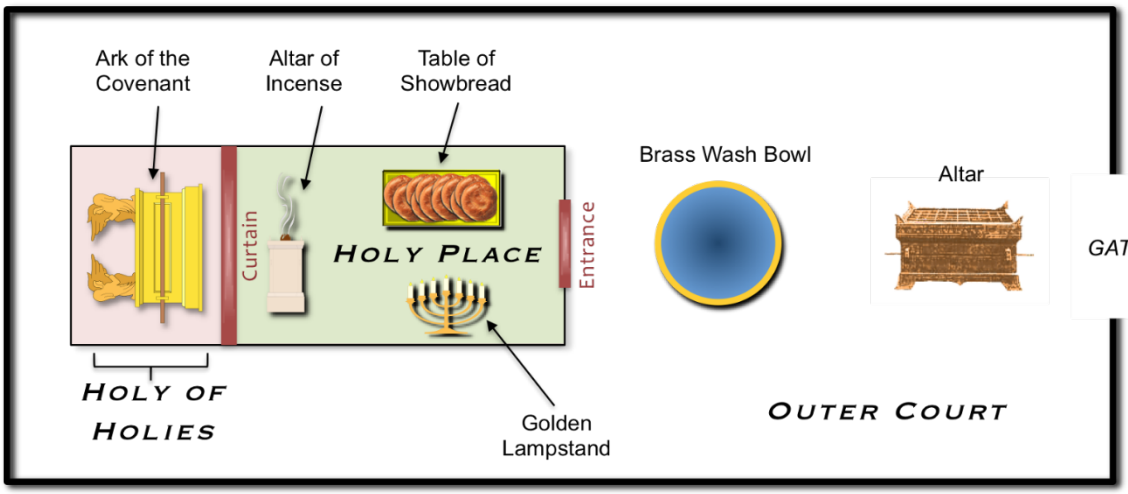

খ্রিস্টের ক্রুশ

ক্রুশ হলো সুসমাচারের কেন্দ্রবিন্দু, যা সকল মানুষকে যীশুর দিকে আকর্ষণ করে (যোহন ১২:৩২)। এর শক্তি ঈশ্বরের পরিত্রাণের জন্য দৃঢ় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করে জীবনকে রূপান্তরিত করে। মানুষের জ্ঞান বা গৌণ বিষয় দিয়ে এই বার্তাকে হালকা করা থেকে বিরত থাকুন (১ করিন্থীয় ১:১৭-১৮)। দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই অধ্যয়নটি ভাগ করে নিন, এবং আপনার অনুভূতি যেন খ্রীষ্টের বলিদানের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

মূল অংশ এবং প্রতিফলন

- মথি ২৬:৩৯ – যিশু আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা দেখানোর জন্য দুঃখভোগের পেয়ালা পান করতে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলেন।
- মথি ২৭:৪৬ – যিশু, বারাব্বাসের মতোই, আমাদের স্থান নিলেন এবং আমাদের অপরাধ বহন করলেন। ভাবুন: আমরাই বারাব্বাস, তাঁর বলিদানের দ্বারা মুক্ত হয়েছি।
- ১ পিতর ২:২৪ – "তিনি নিজেই ক্রুশের উপর তাঁর দেহে আমাদের পাপভার বহন করলেন, যেন আমরা পাপের জন্য মৃত হই এবং ধার্মিকতার জন্য জীবনযাপন করি।" চিন্তা করুন: এটি কীভাবে আমাদের পরিবর্তিত হতে আহ্বান জানায়?
- প্রেরিত ২:৩৬-৩৭ – ক্রুশ হৃদয় বিদ্ধ করে, যা অনুতাপ ও বাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে।
- অতিরিক্ত পদ: গালাতীয় ২:২০ – "আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছি এবং আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্ট আমার মধ্যে জীবিত আছেন।"

ক্রুশকে চিত্রিত করার জন্য উপমা

- সৈনিক: একজন সৈনিক তার সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে গ্রেনেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে।
- ট্রেন: একজন বাবা ট্রেনের সংঘর্ষ এড়াতে নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করে বহু প্রাণ বাঁচান। ঈশ্বরও তাঁর ভালোবাসায়, পাপের পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য তাঁর পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন।

মথির বিবরণ (সংক্ষিপ্ত, মার্ক ১৫:১৬-৩৯ দ্রষ্টব্য)

- ২৬:৩৬-৪৬: যিশু যন্ত্রণার সাথে প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই বেছে নেন।
- ২৬:৫৭-৬৮: প্রহৃত ও উপহাসিত, যা যিশাইয় ৫২:১৪ পদ পূর্ণ করে।
- ২৬:৬৯-৭৫: পিতরের অস্বীকার আমাদের ব্যর্থতারই প্রতিচ্ছবি (লূক ৯:২৩)।
- ২৭:১১-২৬: বেত্রাঘাত ও দণ্ডাজ্ঞা, যিশাইয় ৫৩:৭-এর মতো নীরব।
- ২৭:২৭-৩১: কাঁটা দিয়ে উপহাসিত, যা গীতসংহিতা ২২:৬ পদকে পূর্ণ করে।
- ২৭:৩২-৪৪: ক্রুশবিদ্ধ, হাত বিদ্ধ এবং বস্ত্র ছিন্ন (গীতসংহিতা ২২:১৬, ১৮)।
- ২৭:৪৬: পরিত্যক্ত, আমাদের পাপ বহনকারী (যিশাইয় ৫৯:২, ২ করিন্থীয় ৫:২১)।

ক্রুশবিদ্ধকরণের চিকিৎসাগত বিবরণ

দ্রষ্টব্য: চিকিৎসা সংক্রান্ত বিবরণটি অপরিবর্তিত রয়েছে, তবে প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য এখানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রুশের শারীরিক ভয়াবহতা তুলে ধরার জন্য এটি বলা যেতে পারে, যদিও আদি খ্রিস্টানরা পুনরুত্থানের বিজয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন (প্রেরিত ২:২৪, ৩:১৫)।

ক্রুশবিদ্ধকরণের একটি চিকিৎসাগত বিবরণ

সরলীকৃত এবং সংশোধিত১

ফাঁসি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মৃত্যুদণ্ড, হাঁটুতে গুলি, গ্যাস চেম্বার: এই শাস্তিগুলো ভীতিকর। এই সবই আজও ঘটে, এবং এর ভয়াবহতা ও যন্ত্রণার কথা ভেবে আমরা শিউরে উঠি। কিন্তু আমরা যেমন দেখব, যিশু খ্রিস্টের তিক্ত পরিণতি—ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার—তুলনায় এই অগ্নিপরীক্ষাগুলো তুচ্ছ হয়ে যায়।২

আজকাল খুব কম লোককেই ক্রুশবিদ্ধ করা হয় (আইএসআইএস এবং অন্যান্য বিভিন্ন সন্ত্রাসী ছাড়া)। আমাদের জন্য ক্রুশ এখন কেবল অলঙ্কার ও গহনা, রঙিন কাঁচের জানালা, রোমান্টিক চিত্র এবং এক শান্ত মৃত্যুকে চিত্রিত করা মূর্তির মধ্যেই

সীমাবদ্ধ। ক্রুশবিদ্ধকরণ ছিল মৃত্যুদণ্ডের একটি পদ্ধতি, যা রোমানরা এক নিখুঁত শিল্পকলায় পরিণত করেছিল। সর্বোচ্চ যন্ত্রণার সাথে ধীর মৃত্যু ঘটানোর জন্য এটি সতর্কতার সাথে পরিকল্পিত হয়েছিল। এটি ছিল একটি জনসমক্ষে প্রদর্শিত দৃশ্য, যার উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য সম্ভাব্য অপরাধীদের নিরুৎসাহিত করা। এটি ছিল এক ভয়ের মৃত্যু।

রক্তের মতো ঘাম

লূক ২২:২৪ পদে যীশুর বিষয়ে বলা হয়েছে, "তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে আরও আকুলভাবে প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর ঘাম রক্তের ফোঁটার মতো মাটিতে পড়ছিল।"৩ তাঁর ঘাম অস্বাভাবিকভাবে বেশি হচ্ছিল, কারণ তাঁর মানসিক অবস্থাও ছিল অস্বাভাবিকভাবে তীব্র। পানিশূন্যতা ও অতিরিক্ত ক্লান্তি তাঁকে আরও দুর্বল করে দিয়েছিল।

মারধর

এই অবস্থাতেই যিশু প্রথম শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন: চোখ বাঁধা অবস্থায় তাঁর মুখে ও মাথায় ঘুষি এবং চড় মারা হয়। আঘাতগুলো আগে থেকে আঁচ করতে না পারায় যিশুর শরীর মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়, সম্ভবত তাঁর মুখ ও চোখও আহত হয়েছিল। এই মিথ্যা পরীক্ষার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে অবহেলা করা উচিত নয়। ভেবে দেখুন, যিশু ক্ষতবিক্ষত, পানিশূন্য, ক্লান্ত এবং সম্ভবত হতবিহ্বল অবস্থায় এগুলোর মোকাবিলা করেছিলেন।

চাবুক মারা

গত বারো ঘণ্টায় যিশু মানসিক আঘাত, তাঁর সবচেয়ে কাছের বন্ধুদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, নিষ্ঠুর প্রহার এবং একটি নিদ্রাহীন রাত সহ্য করেছিলেন, যে রাতে তাঁকে অন্যায় শুনানির জন্য মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছিল। প্যালেস্টাইনে ভ্রমণের সময় তিনি যে শারীরিক সক্ষমতা নিশ্চয়ই অর্জন করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি চাবুক মারার শাস্তির জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলস্বরূপ এর প্রভাব আরও ভয়াবহ হতো। যাকে চাবুক মারা হবে, তার পোশাক খুলে ফেলা হতো এবং তার হাত মাথার উপরে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হতো। এরপর সৈনিকটি শিকারের পিছনে এবং একপাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ, পিঠ, নিতম্ব, উরু এবং পায়ে চাবুক মারত। ব্যবহৃত চাবুকটি—ফ্ল্যাজেলাম—এই শাস্তিটিকে একটি বিধ্বংসী শাস্তি হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল, যা শিকারকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যেত: কয়েকটি ছোট ভারী চামড়ার ফিতা, যার প্রতিটির শেষ প্রান্তের কাছে সীসা বা লোহার দুটি ছোট বল লাগানো থাকত। কখনও কখনও এর সাথে ভেড়ার হাড়ের টুকরোও যোগ করা হতো।

চাবুক মারার সময়, ভারী চামড়ার চাবুকগুলো প্রথমে উপরিভাগে গভীর ক্ষত তৈরি করে, তারপর ভেতরের মাংসপেশিতে আরও গভীর ক্ষতি করে। রক্তপাত মারাত্মক আকার ধারণ করে যখন শুধু কৈশিক নালী ও শিরাই নয়, বরং ভেতরের মাংসপেশির ধমনীগুলোও কেটে যায়। ছোট ধাতব বলগুলো প্রথমে বড় ও গভীর ক্ষত তৈরি করে, যা আরও আঘাতের ফলে ফেটে যায়। চাবুক পেছনের দিকে টানার সময় ভেড়ার হাড়ের টুকরোগুলো মাংস ছিঁড়ে ফেলে। মারধর শেষ হলে, পিঠের চামড়া ফিতের মতো ছিঁড়ে যায় এবং পুরো জায়গাটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

সুসমাচার লেখকদের ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকে বোঝা যায় যে, যিশুর চাবুক মারা বিশেষভাবে গুরুতর ছিল: চাবুক মারার খুঁটি থেকে যখন তাঁকে নামানো হয়, তখন তিনি নিশ্চিতভাবেই জ্ঞান হারানোর উপক্রম করেছিলেন।

উপহাস

পরবর্তী অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার আগে যিশুকে সেরে ওঠার কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি। তাঁকে দাঁড় করানো হলো, বিদ্রূপকারী সৈন্যরা তাঁকে একটি পোশাক পরিয়ে দিল, কাঁটাযুক্ত ডালপালার একটি পেঁচানো ফিতা দিয়ে মুকুট পরিয়ে দিল, এবং এই প্রহসনকে পূর্ণতা দিতে রাজার রাজদণ্ড হিসেবে একটি কাঠের লাঠি দেওয়া হলো। "এরপর, তারা যিশুর উপর থুথু ফেলল এবং কাঠের লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করল।" লম্বা কাঁটাগুলো মাথার সংবেদনশীল টিস্যুতে বিঁধে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত ঘটাল, কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ ছিল যখন পোশাকটি আবার ছিঁড়ে ফেলা হলো, তখন যিশুর পিঠের ক্ষতগুলো পুনরায় খুলে গেল।

শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়ায় যিশুকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো।

ক্রুশবিদ্ধকরণ

রোমানদের ব্যবহৃত কাঠের ক্রুশটি এতই ভারী ছিল যে একজন মানুষের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব ছিল না। পরিবর্তে, যাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, তাকে ক্রুশের বিচ্ছিন্ন আড়াআড়ি দণ্ডটি কাঁধে করে শহরের প্রাচীরের বাইরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের স্থানে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হতো। (ক্রুশের ভারী খাড়া অংশটি সেখানে স্থায়ীভাবে স্থাপন করা থাকত।) যিশু তাঁর বোঝা—প্রায় ৭৫ থেকে ১২৫ পাউন্ড (আনুমানিক ৩৫-৫৫ কেজি) ওজনের একটি দণ্ড—বহন করতে পারছিলেন না। তিনি ভারে ভেঙে পড়লেন, এবং উপস্থিত একজন দর্শককে তাঁর হয়ে সেটি তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো।

পেরেক ঠুকে দেওয়ার আগে যিশু তাঁকে দেওয়া দ্রাক্ষারস ও গন্ধরস পান করতে অস্বীকার করলেন। (তাতে যন্ত্রণা কমে যেত।) তাঁকে চিৎ করে ফেলে দেওয়া হলো এবং তাঁর হাত দুটি ক্রুশের আড়াআড়ি দণ্ড বরাবর প্রসারিত করে রাখা হলো। এরপর যিশুর কব্জি ভেদ করে কাঠের মধ্যে পেরেক ঠুকে দেওয়া হলো। প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩/৮ ইঞ্চি পুরু এই লোহার পেরেকগুলো প্রধান সংবেদী-সঞ্চালনকারী মিডিয়ান স্নায়ুটিকে ছিন্ন করে দিল, যার ফলে তাঁর দুই হাতে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। হাড় ও লিগামেন্টের মাঝে সাবধানে স্থাপন করায়, পেরেকগুলো ক্রুশবিদ্ধ মানুষটির সম্পূর্ণ ওজন বহন করতে সক্ষম হয়েছিল।

পায়ে পেরেক বিদ্ধ করার প্রস্তুতির জন্য, যিশুকে উপরে তোলা হলো এবং ক্রুশের আড়াআড়ি দণ্ডটি খাড়া খুঁটির সাথে আটকানো হলো। তারপর হাঁটু ভাঁজ করে, দুটি পেরেক দিয়ে তাঁর গোড়ালি বিদ্ধ করা হলো, যাতে তাঁর পা দুটি ক্রুশের খাড়া অংশের ভিত্তির উপর আড়াআড়িভাবে থাকে। এতে আবারও স্নায়ু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং সৃষ্ট যন্ত্রণা ছিল তীব্র। তবে, এটি লক্ষণীয় যে, কব্জি বা পায়ের ক্ষত থেকে তেমন রক্তপাত হয়নি, কারণ কোনো প্রধান ধমনী ফেটে যায়নি। জল্লাদ এটি নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নিয়েছিল, যাতে মৃত্যু ধীর হয় এবং যন্ত্রণা দীর্ঘতর হয়।

ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হওয়ার পর ক্রুশবিদ্ধকরণের আসল ভয়াবহতা শুরু হলো। যখন কব্জি দুটিকে ক্রুশের আড়াআড়ি দণ্ডে পেরেক দিয়ে গেঁথে দেওয়া হতো, তখন কনুই দুটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁকানো অবস্থায় রাখা হতো, যাতে ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তিটি তার হাত দুটি মাথার উপরে ঝুলতে পারে এবং শরীরের ভার কব্জির পেরেকগুলোর উপর পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই, এটি ছিল অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু এর আরেকটি প্রভাবও ছিল: এই অবস্থায় শ্বাস ছাড়তে কষ্ট হতো। শ্বাস ছাড়তে এবং তারপর তাজা বাতাস নিতে, পেরেকবিদ্ধ পায়ের উপর ভর দিয়ে শরীরকে উপরের দিকে ঠেলতে হতো। যখন পায়ের ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠত, তখন শিকারটি আবার ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে ঝুলে পড়ত। যন্ত্রণার এক ভয়ঙ্কর চক্র শুরু হতো: হাত দিয়ে ঝুলে থাকা, শ্বাস নিতে না পারা, আবার ঝুঁকে পড়ার আগে দ্রুত শ্বাস নেওয়ার জন্য পায়ের উপর ভর দিয়ে উপরের দিকে ওঠা, এবং এভাবেই চলতেই থাকত।

এই যন্ত্রণাদায়ক কাজটি ক্রমশ আরও কঠিন হয়ে উঠছিল, কারণ খাড়া খুঁটিটির সাথে তাঁর পিঠ ঘষা খাচ্ছিল, অপর্যাপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে পেশিতে খিঁচুনি শুরু হয়েছিল এবং ক্লান্তি আরও তীব্র হচ্ছিল। যিশু বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এইভাবে কষ্ট ভোগ করার পর, একটি শেষ আর্তনাদ করে মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর কারণ

যিশুর মৃত্যুর পেছনে অনেক কারণ ছিল। ক্রুশবিদ্ধ অধিকাংশ ব্যক্তিই আঘাত ও শ্বাসরোধের সম্মিলিত প্রভাবে মারা যেত, কিন্তু যিশুর ক্ষেত্রে তীব্র হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াই হয়তো ছিল চূড়ান্ত আঘাত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই একটি উচ্চস্বরের চিৎকারের পর তাঁর আকস্মিক মৃত্যু থেকে এমনটাই ধারণা করা যায়: মনে হয়, এটি ছিল একটি দ্রুত মৃত্যু (যিশুকে মৃত দেখে পিলাত অবাক হয়েছিলেন)। মারাত্মক হৃদযন্ত্রের অনিয়মিত ছন্দপতন, অথবা সম্ভবত হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়াও এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে।

বর্শার আঘাত

যিশু ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন, কারণ জল্লাদরা তাঁর পাশে ক্রুশবিদ্ধ অপরাধীদের পা ভেঙে দিচ্ছিল (যাতে তাদের মৃত্যু দ্রুত হয়)। এর পরিবর্তে, আমরা দেখি যে একজন সৈন্য বর্শা দিয়ে যিশুর পাঁজরে আঘাত করেছিল। তাঁর পাঁজরের কোন অংশে? যোহন যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা পাঁজরের দিকে ইঙ্গিত করে, এবং সৈন্যটি যদি যিশুর মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়ে থাকে, তবে হৃদপিণ্ডে আঘাত করাই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়।

ক্ষতস্থান থেকে "রক্ত ও জলের" ধারা বেরিয়ে আসছিল। এটি হৃৎপিণ্ডে বর্শার আঘাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (বিশেষ করে ডান দিক থেকে, যা আঘাতের প্রচলিত স্থান)। পেরিকার্ডিয়াম (হৃৎপিণ্ডকে ঘিরে থাকা থলি) ফেটে যাওয়ায় জলীয় সিরামের প্রবাহ বেরিয়ে আসে, এবং হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে রক্তও বেরিয়ে আসে।

উপসংহার

সুসমাচারগুলিতে প্রদত্ত বিশদ বিবরণ এবং ক্রুশবিদ্ধকরণ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের একটি দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত করে: আধুনিক চিকিৎসা জ্ঞান ধর্মগ্রন্থের এই দাবিকে সমর্থন করে যে যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

নোট

এটি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার একটি সরলীকৃত চিকিৎসা বিবরণ (সুপরিচিত ট্রুম্যান ডেভিস সংস্করণের একটি অভিযোজন)। অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিবেদনও লেখা হয়েছে—সবগুলোই দরকারি কিন্তু সাধারণত বেশ প্রযুক্তিগত। এই বিবরণটি সাধারণ পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য করার লক্ষ্য নিয়ে লেখা হয়েছে। আমি ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে অ্যালেক্স মনাৎজাগানিয়ানের সহায়তায় এই অভিযোজনটি তৈরি করি।

২ বিশেষভাবে সুপারিশকৃত: মার্টিন হেঙ্গেল, দি ক্রস অফ দি সন অফ গড (লন্ডন: এসসিএম প্রেস, লিমিটেড: ১৯৮১)।

৩ ক্রুশবিদ্ধকরণের চিকিৎসাবিষয়ক বিবরণের আমাদের সংস্করণের মূল পাঠে এই বাক্যগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল: "হেমাটিড্রোসিস—রক্তাক্ত ঘাম—একটি বিরল অবস্থা, কিন্তু এর সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণে ঘর্মগ্রন্থির কৈশিক নালীগুলো ফেটে গিয়ে ঘামের সাথে রক্ত মিশে যেতে পারে। লূকের বিবরণ আধুনিক চিকিৎসা জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: যিশু এতটাই তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন যে তাঁর শরীর তা সহ্য করতে পারছিল না।" তবে, লূক কেবল বলেছেন যে মাটিতে পড়ার সময় যিশুর ঘাম রক্তের মতো ছিল, কিন্তু তা রক্তের সাথে মিশ্রিত ছিল না। শিষ্য হিসেবে, আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত না করি। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে আদি খ্রিস্টানরা যাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন, তাদের অসুস্থ বা লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে ক্রুশের বীভৎসতার কথা প্রচার করেছিলেন।

৪ কিছু জায়গায় গাছপালা প্রচুর ছিল, আবার অন্য জায়গায় মাটিতে খাড়া খুঁটি পোঁতার প্রয়োজন হতো। এটা খুবই সম্ভব যে, যেখানে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেখানে প্রচুর গাছপালা ছিল, সেক্ষেত্রে তিনি ও সাইরিনের সাইমন যে বর্শাটি বহন করছিলেন, তা কেবল একটি গাছের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই, যিশুকে আক্ষরিক অর্থেই একটি গাছে হত্যা করা হয়েছিল, নাকি রূপক অর্থে (গাছের কাঠে) হত্যা করা হয়েছিল, তা ক্রুশবিদ্ধ করার মূল বিষয়ের জন্য গৌণ।

ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া

- ১ পিতর ২:২১-২৫, গালাতীয় ২:২০, ২ করিন্থীয় ৫:১৪-১৫ – খ্রীষ্টের প্রেম আমাদেরকে তাঁর জন্য জীবনযাপন করতে অনুপ্রাণিত করে। ক্রুশ কীভাবে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা জানান।
- প্রেরিত ২:২২-৩৮, রোমীয় ৫:৬ – ক্রুশ আমাদের পাপময়তা প্রকাশ করে, কিন্তু পরিত্রাণও দান করে। এই বলিদানের প্রতি আপনি কীভাবে সাড়া দেবেন?

উপসংহার

ক্রুশ আমাদের পাপ এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার মুখোমুখি করে। এটি একটি প্রতিক্রিয়া দাবি করে: অনুতাপ, বিশ্বাস এবং ধার্মিকতায় উৎসর্গীকৃত জীবন। রোমীয় ৫:৮ পদটি নিয়ে চিন্তা করুন – □□□□□;ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর নিজের ভালোবাসা এইভাবেই দেখিয়েছেন: আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।□□□□□; ক্রুশের আলোকে আপনি কীভাবে জীবনযাপন করবেন?